POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃতি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়।

(আলে ইমরান:১৬৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 ফেব্রুয়ারী, 2020 11 জামাদিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

স্মরণ রেখো! এই জাতিকে যখন কৃপাধন্য জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে, অতএব কর্মযোগে এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তোমাদের জন্য অনিবার্য।

স্মরণ রেখো! নৈতিকতা মানুষের পুণ্যবান হওয়ার লক্ষণ। হাদীসে মুসলমানের যে সাধারণ পরিভাষা বর্ণিত হয়েছে সেটি হল, সেই ব্যক্তি মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের অনুরক্তি

যেরূপে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে বিশেষ সংসর্গ রয়েছে, অনুরূপে মুসলমানদের সম্পর্ক স্বর্গীয় জ্ঞানের বিষয়ে। একজন অজ্ঞ মুসলমানের সত্য দিব্যদর্শন ও স্বপ্ন খ্যাতনামা দার্শনিক, পাদ্রী এবং পণ্ডিতদের স্বপ্ন থেকে বেশি শক্তিশালী। যেরূপে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

(অর্থাৎ এটি আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে চান দান করেন।) (জুমা: ৫)

কাজেই, সেই পরম হিতৈষীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (সূরা ইব্রাহিম: ৮) যদি তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তবে আমি আমার প্রদত্ত নেয়ামতকে বর্ধিত করব, অন্যথায় আমার শাস্তি কঠোর। স্মরণ রেখো! এই জাতিকে যখন কৃপাধন্য জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে, অতএব কর্মযোগে এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তোমাদের জন্য অনিবার্য। মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে সমস্ত মুসলমানদের জন্য اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। কেননা اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। অতএব প্রথমে কর্মযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে আর এটিই اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ দোয়ার পূর্বে বাহ্যিক উপকরণকে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। অতঃপর দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ কর। প্রথমত, ধর্মবিশ্বাস ও স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন হওয়া দরকার। অতঃপর; اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

নৈতিকতা মানুষের পুণ্যবান হওয়ার লক্ষণ

এখন আমি একটি অত্যন্ত জরুরী কথা বলতে চাই, যা জামাতকে অমনোযোগী হয়ে শোনা উচিত নয়। স্মরণ রেখো! নৈতিকতা মানুষের পুণ্যবান হওয়ার লক্ষণ। হাদীসে মুসলমানের যে সাধারণ পরিভাষা বর্ণিত হয়েছে সেটি হল, সেই ব্যক্তি মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ..... দোয়া শেখানোর পেছনে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল মানুষ যেন তিনটি বিষয়কে অবশ্যই দৃষ্টিপটে রাখে। প্রথম, নৈতিক অবস্থা। দ্বিতীয়, ধর্মবিশ্বাস। তৃতীয়, কর্মপন্থা। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে মানুষকে খোদা প্রদত্ত শক্তিসমূহের দ্বারা নিজের অবস্থার সংশোধন করা উচিত, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে সংশোধন হওয়ার পর আর দোয়া করবে না। সেই সময়ও দোয়া যাচনা করা উচিত। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াতদুটি পাশাপাশি অবস্থান করছে। এর মধ্যে ব্যবধান নেই। তবে প্রথমোক্ত আয়াতটি সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাধান্য পাচ্ছে। কেননা যে অবস্থায় তিনি নিজের বদান্যতার গুণে দোয়া ও প্রার্থনা ছাড়াই আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের শক্তি ও নেয়ামতরাজি দান করেছেন, সেই সময় আমাদের কোনও দোয়া ছিল না, কেবল ছিল খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ। এই আয়াতটি প্রথমে আসার এটিই কারণ।

ঐশী অনুগ্রহ ও অনুকম্পা

স্মরণ থাকে যে বদান্যতা দুই প্রকারের। এক, অনুগ্রহ (রহমানীয়াত), এবং দুই করুণা (রহীমিয়্যত) নামে অভিহিত। রহমানিয়্যত -এর ঐশী কৃপা এমন এক কল্যাণ যা আমাদের অস্তিত্বলাভেরও পূর্বে শুরু হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কিছুর পূর্বে নিজের শাশ্বত জ্ঞান দ্বারা আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য জাগতিক ও মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি সবই আমাদের জীবনের কোনও না কোনও উদ্দেশ্য পূর্ণ করে এবং করে চলেছে। এই সৃষ্টিজগত দ্বারা মানুষই সব থেকে বেশি উপকৃত হয়। ভেড়া, ছাগল ও অন্যান্য জীবজন্তু যখন মানুষের জন্য উপকারী, তখন বাস্তবে তারা কি কাজে লাগায়? বাহ্যিক বিষয়াদি লক্ষ্য করে দেখ যে মানুষ কিরকম উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য আহার করে। উচ্চ গুণমানের মাংস মানুষের জন্য, আর বর্জিত অংশ ও হাড়গোড় কুকুরদের দেওয়া হয়। বাহ্যিকভাবে মানুষ যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে তা অন্যান্য পশুরাও করে থাকে, কিন্তু মানুষই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। আর আধ্যাত্মিক আনন্দের কোনও অংশ পশুরা পায় না। অতএব এই বদান্যতা দুই প্রকারের। একদ, যা অনাদিকাল থেকে বিভিন্ন উপাদান ও বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে আসছে, যেগুলি আমাদের অস্তিত্বলাভেরও পূর্ব থেকে সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এগুলি সবই আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্খা এবং এবং প্রার্থনা ছাড়াই কেবল রহমানিয়্যাত-এর গুণের কারণে বিদ্যমান।

বদান্যতার দ্বিতীয় রূপটি হল ঐশী কৃপা (রহীমিয়্যাত), অর্থাৎ আমরা যখন প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কৃপাধন্য করেন। গভীর মনোনিবেশ করলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতির নিয়মের গভীরে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দোয়ার মধ্যে থাকা সম্পর্কের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইদানিং অনেকে এটিকে 'বিদাত' (স্ব-উদ্ভাবিত বিশ্বাস) মনে করে। খোদা তা'লার সঙ্গে আমার দোয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই।

এক শিশু যখন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে দুগ্ধপানের জন্য আর্তনাদ করে, তখন তার মায়ের বুকে দুধ উথলে উঠে। দোয়া সম্পর্কে শিশুর কোনও ধারণাই নেই, কিন্তু কিভাবে কিভাবে শিশুর আর্তনাদ মায়ের বুকে দুধ টেনে আনে? প্রত্যেকেই এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় মায়েরা নিজেদের বুককে দুধশূন্য মনে করে। কিন্তু শিশুর কান্না দুধ টেনে আনে। অতএব আমাদের আর্তনাদ যখন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছায়, তখন কি তা কিছুই টেনে আনতে পারে না? পারে, কিন্তু যে সব চক্ষুহীন নিজেদেরকে বিদ্বান ও দার্শনিক ভেবে বসেছে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৯-১১১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

তিনি (সা.) কোন বিশেষ খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তা তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমি দেখি নি আর আমরা কখনো এটিও দেখিনি যে, তাঁর সমীপে খাবার পেশ করা হয়েছে আর তিনি তাতে ত্রুটি (খুঁজে) বের করেছেন।

সদকা-খয়রাত এবং অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্যের জন্য উন্মুক্ত হৃদয় বদরী সাহাবী হযরত সাআদ বিন উবাদাহ (রা.)-এ জীবনী প্রসঙ্গে আলোচনা।

আবওয়া, বদর, উহুদ এবং হামরাউল আসাদ যুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন ,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২৭ ডিসেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৭ ফাতাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'-র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তাঁর সম্পর্কে আজ আমি আরো কিছু কথা বর্ণনা করবো। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় নিযুক্ত বারোজন নকীব বা নেতার একজন ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১)

তাঁর সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সদস্য ছিলেন আর পুরো খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে বিশিষ্ট আনসারদের মধ্যে গণ্য হতেন। এমনকি মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতক আনসার (সাহাবী) খিলাফতের জন্য তাঁর নামই প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ, আনসারদের মধ্য হতে যে নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিল তাঁর নাম। হযরত উমর (রা.)'-র যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ২৩০)

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, মুনযের বিন আমর এবং আবু দজানাহ্ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর নিজ গোত্র বনু সায়েদার প্রতিমা ভাঙ্গেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১)

মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন বনু সায়েদার বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত মুনযের বিন আমর এবং হযরত আবু দজানাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদের কাছে আসুন। আমাদের কাছে সম্মান, সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তি রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এটিও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জাতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার খেজুরের বাগান এবং কূঁপ আমার চেয়ে বেশি হবে, অধিকন্তু আমার ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য আর জনবলও রয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সাবেত! এই ঊটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭২)

- সে নিজের ইচ্ছায় যেখানে যেতে চায় যাবে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বনু সায়েদা গোত্রের নকীব বা নেতা ছিলেন। যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, যেসব নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তাঁর নামও ছিল।

কথিত আছে, অওস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন কোন বংশ ছিল না যাতে একাধারে চার-প্রজন্ম পর্যন্ত দানশীল বা বড় উদার মনের অধিকারী হয়েছেন, কেবলমাত্র দুলায়েম ছাড়া। এরপর তার পুত্র উবাদাহ্, অতপর তার ছেলে সা'দ, তারপর হয়েছে তার ছেলে কায়েস। দুলায়েম এবং তার বংশের বদান্যতা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো সংবাদ বিখ্যাত ছিল।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমণ করেন তখন সা'দ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রত্যহ একটি বড় পাত্র প্রেরণ করতেন যাতে 'সরীদ' অর্থাৎ মাংস ও রুটির মিশ্রণে রান্না করা (খাবার) অথবা দুধ দিয়ে বানানো 'সরীদ', অথবা সিরকা ও জলপাই দিয়ে বানানো 'সরীদ' অথবা চর্বি দিয়ে বানানো ('সরীদ') এর পাত্র প্রেরণ করতেন আর বেশিরভাগ সময় মাংস দিয়ে রান্না করা সরীদের পাত্রই পাঠানো হতো। সা'দ (রা.)'-র পাত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের বাড়িতেও ঘুরতে থাকতো।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১)

অর্থাৎ এই খাবার (তাঁর) স্ত্রী'দের জন্যও আসতো। কতক রেওয়ায়েত এমনও আছে যা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে এমন দিনও আসতো যখন কোন খাবারই থাকতো না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাযলিহা)

এর অর্থ হলো- তিনি (অর্থাৎ সাদ) প্রতিদিন নয়– অধিকাংশ সময় প্রেরণ করতেন অথবা কেবল প্রথম দিকে পাঠাতেন আর এটিও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) স্বীয় বদান্যতার কারণে, দরিদ্রদের প্র তি খেয়াল রেখে অনেক সময় তা (খাবার) দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন, অতিথিদের খাইয়ে দিতেন– তাই নিজের বাড়িতে আর কিছুই থাকতো না।

যাহোক, আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) বর্ণ না করেন, মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)'-র বাড়িতে অবস্থান করেন তখন তাঁর সমীপে কোন 'হাদীয়া' বা উপহার আসে নি। প্রথম যে উপহার নিয়ে আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলাম তা হল, একটি পেয়ালা বা পাত্র, যাতে গমের রুটির 'সরীদ' ছিল অর্থাৎ মাংসের সরীদ আর দুধের 'সরীদ' ছিল– আমি তা তাঁর সম্মু খে উপস্থাপন করি। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মা এই পাত্রটি আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ এতে বরকত সৃষ্টি করে দিন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের ডাকেন আর তারাও এথেকে আহার করেন। তিনি বলেন, আমি কেবল দরজা পর্যন্তই পৌঁছি এমন সময় সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)ও একটি পাত্র নিয়ে উপস্থিত হন, যা তাঁর দাস নিজের মাথায় বহন করে এনেছিল, সেটি অনেক বড় ছিল। আমি হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'-এর দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ি, আমি দেখার উদ্দেশ্যে সেই পাত্রের ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটি অপসারণ করি। আমি এতে 'সরীদ' দেখি, এতে হাড় ইত্যাদি ছিল, সেই দাস তা মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করে।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমরা বনু মালেক বিন নাজ্জার এর বাড়িতে থাকতাম, আমাদের মধ্য হতে তিন অথবা চারজন প্রতি রাতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পালা করে খাবার নিয়ে উপস্থিত হতো। মহানবী (সা.) সাত মাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ূব (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। সেদিনগুলোতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.)-এর (বাড়ি থেকে) প্রতিদিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাত্র আসতো আর এতে কোন ব্যতিক্রম হতো না। এখানে কিছুটা স্পষ্টও হয়ে গেল যে, প্রথমে প্রত্যহ খাবার আসতো, সাত মাস পর্যন্ত নিয়মিত আসতো, এরপরেও এসে থাকবে কিন্তু সম্ভবত নিয়মিত নয়। এরপর বলেন, এ সম্পর্কে যখন হযরত উম্মে আইয়ূব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) আপনার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন তাই আপনি বলুন যে, মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় বা পছন্দের খাবার কি ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (সা.) কোন বিশেষ খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তা তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমি দেখি নি আর আমরা কখনো এটিও দেখিনি যে, তাঁর সমীপে খাবার পেশ

করা হয়েছে আর তিনি তাতে ত্রুটি (খুঁজে) বের করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আইয়ূব (রা.) আমাকে বলেছেন, এক রাতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে 'তোফায়শল' (অর্থাৎ এক প্রকার ঝোল বা স্যুপ) ছিল। তিনি (সা.) তা তৃপ্তিসহকারে পান করেন, এছাড়া আমি তাঁকে কখনো এভাবে তৃপ্তি সহকারে পান করতে দেখি নি। এরপর আমরাও মহানবী (সা.)-এর জন্য এটি প্রস্তুত করতাম, যে খাবারই আসতো (ইচ্ছা হলে খেতেন) কখনো এটি বলেন নি, এটি নিয়ে আসো, অমুক (জিনিস) রান্না কর, কখনো (খাবারের) ত্রুটি বের করেন নি, কিন্তু এই খাবারটি (অর্থাৎ ঝোল বা স্যুপ) তার পছন্দ হয় আর তিনি খুবই আগ্রহভরে তা খান বা পান করেন। এরপর সাহাবীরা জেনে গিয়েছিলেন যে, এটি মহানবী (সা.)-এর পছন্দ বা প্রিয়, এরপর তারা সেই মোতাবেক (খাবার) প্রস্তুত করতেন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য প্রসিদ্ধ খাবার 'হারীস' বানাতাম যা গম এবং মাংস দিয়ে বানানো হয়- যা তাঁর পছন্দ ছিল। রাতের খাবারে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে খাবারের পরিমাণ অনুসারে পাঁচজন থেকে আরম্ভ করে ষোলজন পর্যন্ত যোগ দিতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৫)

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে মহানবী (সা.)-এর অবস্থানের দিনগুলোর উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন যে, সেই বাড়িতে তিনি সাত মাস পর্যন্ত অথবা ইবনে ইসহাকের ভাষ্যানুসারে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। মোটকথা, মসজিদে নববী এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন কক্ষ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি (সা.) সেই জায়গাতেই (বা বাড়িতেই) অবস্থান করেন। আবু আইয়ূব (রা.) তাঁর সমীপে আহার্য প্রেরণ করতেন আর (তাঁর খাওয়ার পর) যে খাবার ফিরে আসতো তা তিনি নিজে খেতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রা.) ভালোবাসা ও নিষ্ঠার কারণে সেই জায়গায় আঙ্গুল রাখতেন যেখান থেকে মহানবী (সা.) খাবার খেয়েছেন। অন্য সাহাবীরাও সাধারণত তাঁর কাছে খাবার প্রেরণ করতেন। যেমন তাদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর নামও বিশেষভাবে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৬৮)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন, হযরত সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.) তাঁর বাড়িতে যান। হযরত সা'দ খেজুর এবং তিল নিয়ে আসেন এরপর মহানবী (সা.)-এর জন্য দুধের বাটি নিয়ে আসেন, যা থেকে তিনি পান করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর পুত্র কায়েস বিন সা'দ বর্ণনা করেন, সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন এবং তিনি বলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ মহানবী (সা.) গৃহবাসীদের সালাম করেন। কায়েস বলেন, আমার পিতা সা'দ নিচুস্বরে উত্তর দেন। কায়েস বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি মহানবী (সা.) কে গৃহাভ্যন্তরে আসতে বলবেন না? হযরত সা'দ অর্থাৎ পিতা তার পুত্রকে এই উত্তর দেন যে, মহানবী (সা.)-কে আমাদেরকে বেশি বেশি সালাম করতে দাও। মহানবী (সা.) আবার সালাম করে ফিরে যেতে লাগলেন। [অর্থাৎ, হযরত সাদ বলেন, মহানবী (সা.) সালাম দেন, আমি নিচুস্বরে উত্তর দিই যাতে মহানবী (সা.) পুনরায় সালাম দেন আর এভাবে আমাদের বাড়ি আশিস লাভ করে, যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) সালাম করে ফিরে যাচ্ছিলেন] তখন হযরত সা'দ (রা.) তাঁর পেছনে ছুটেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার সালাম শুনে নিচুস্বরে উত্তর দিই যেন আপনি আমাদের জন্য অধিক শান্তি কামনা করেন। এরপর তিনি (সা.) সা'দ এর সঙ্গে ফিরে আসেন। সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-কে গোসল করার অনুরোধ করলে তিনি গোসল করেন। হযরত সা'দ (রা.) তাঁকে 'যাফরান' বা 'ওরস'-এ রাঙ্গানো একটি লেপ দেন। (যাফরান বা ওরস) ইয়েমেনের অঞ্চলে জন্মানো হলুদ বর্ণে র একটি গাছ যা দিয়ে কাপড় রাঙ্গানো হয়। তিনি তা নিজের দেহে জড়িয়ে নেন এরপর মহানবী (সা.) নিজের হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ্! তোমার আশিস ও কৃপা সা'দ বিন উবাদাহ্‌র সন্তানদের প্রতি বর্ষণ কর"। (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

(উমদাতুল ক্বারী শারাহা বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২২)

এই রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)এর বাড়িতে প্রবেশ করতে চান, গৃহাভ্যন্তরে যেতে চান এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বলেন। হযরত সা'দ নিচুস্বরে বলেন, ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্, কিন্তু তা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি- এমনকি মহানবী (সা.) তিনবার সালাম করেন আর সা'দ তিনবারই একই উত্তর দেন যা মহানবী (সা.) শুনতে পান নি, তাই মহানবী (সা.) ফেরত যেতে লাগলেন। (তখন) হযরত সা'দ তাঁর পিছনে পিছনে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি যতবারই সালাম বলেছেন আমি তা নিজের কানে শুনেছি এবং এর উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আপনি শুনেন নি। আপনার কাছে আমার আওয়াজ পৌঁছে নি। আমার বাসনা- আপনার জন্য অজস্র শান্তি এবং কল্যাণের দোয়া করি। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং খাদ্য হিসেবে কিশমিশ উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তা খাওয়ার পর বলেন,'পুণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার খেতে থাকুক এবং ফিরিশ্‌তারা তোমার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকুক আর রোযাদাররা তোমার বাড়িতে ইফতারী করবে এমনটিই হোক'। অর্থাৎ তিনি (সা.) তার জন্য (এই) দোয়া করেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৫৬-৩৫৭)

আল্লামা ইবনে সিরীন বর্ণ না করেন, সন্ধ্যা হলে কোন ব্যক্তি সুফফাবাসীদের যে কোন এক বা দু'জনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেত। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আশিজন সুফফাবাসীকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে যেতেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬)

অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এমনটি হতো। কিন্তু সুফফাবাসীদের এমন দিনও কেটেছে, এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, তাদের অনাহারে থাকতে হয়েছে। যাহোক, সাহাবীরা সচরাচর এই দরিদ্রদের দেখাশুনা করতেন যারা মহানবী (সা.)-এর দ্বারে পড়ে থাকতেন আর যিনি সবচেয়ে বেশি তাঁদের প্রতি যত্নবান ছিলেন তিনি হলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)।

মহানবী (সা.) মদীনায় আসার এক বছর পর সফর মাসে মদীনা থেকে মক্কার রাজপথে 'আবওয়া' অভিমু খে যাত্রা করেন, যা 'জুহফা' থেকে ২৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মহানবী (সা.)-এর মাতা হযরত আমেনার সমাধিও রয়েছে। (তখন) তার পতাকা সাদা রঙের ছিল। সে সময় তিনি মদীনায় হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা আমীর নিযুক্ত করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃ:৫)

'আবওয়া'র যুদ্ধের অপর নাম 'ওদ্দান' এর যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব 'ওদ্দান' এর যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল কখনো তিনি স্বয়ং সাহাবীদের সাথে নিয়ে বের হতেন, আবার কখনো কোন সাহাবীর নেতৃত্বে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। ঐতিহাসিকরা উভয় প্রকার অভিযানের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। অতএব যে অভিযানে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশ নিয়েছেন, ঐতিহাসিকরা সেটির নাম দিয়েছেন 'গাযওয়া' (বা যুদ্ধ)। আর যাতে তিনি (সা.) স্বয়ং অংশ নেন নি তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সারিয়্যা' বা 'বাআস' (বা অভিযান)। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, গাযওয়া এবং সারিয়্যা উভয়টি নির্দিষ্টভাবে তরবারির যুদ্ধ হবে- এমনটি আবশ্যক নয়; অর্থাৎ সশস্ত্র জিহাদের জন্যই বের হতে হবে-এটি আবশ্যক নয়। বরং প্রত্যেক সেই সফরকে গাযওয়া বলা হয় যাতে তিনি (সা.) যুদ্ধাবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেটি বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ করার মানসে করা না হলেও। একইভাবে প্রত্যেক সেই সফরকে ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় 'সারিয়া' বা 'বাআস' বলা হয় যা তাঁর (সা.) নির্দেশে কোন দল করেছে, সেটির উদ্দেশ্য লড়াই বা যুদ্ধ না হলেও। কিন্তু কতিপয় লোক না জানার কারণে সকল গাযওয়া এবং সারিয়্যাকে লড়াই বা যুদ্ধাভিযান ভেবে বসে, যা সঠিক নয়।

বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি হিজরতের দ্বিতীয় বছর সফর মাসে এসেছিল; পূর্বের বিভিন্ন খুতবায় এটি বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু কুরাইশদের রক্তপিপাসু ষড়যন্ত্র এবং তাদের ভীতিপ্রদ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি (সা.) এ মাসেই মুহাজিরদের একটি দলকে সঙ্গে করে আল্লাহ্ তা'লার নাম

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে মদীনায় খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্‌কে আমীর নিযুক্ত করেন আর মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মক্কার পথে যাত্রা করেন এবং অবশেষে ওদ্দান নামক স্থানে পৌঁছেন। এই বিবরণ পূর্বেও এসেছে যে, সেই অঞ্চলে বনু যামরা গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এই গোত্রটি বনু কিনানা'র একটি শাখা ছিল, এভাবে সম্পর্কের দিক থেকে যেন তারা কুরাইশদের চাচাতো ভাই ছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) বনু যামরা গোত্রের নেতার সাথে আলোচনা করেন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাদের মাঝে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয় যার শর্ত ছিল এই যে, বনু যামরা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতায় ইন্ধন জোগাবে না। মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে অর্থাৎ বনু যামরাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করবেন তখন তারা তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিবে। অপরদিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন যে, সকল মুসলমান বনু যামরার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে আর প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই চুক্তি রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে। পনের দিনের অনুপস্থিতির পর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। ওদ্দান এর যুদ্ধের অপর নাম 'আবওয়া'-র যুদ্ধও বটে, কেননা ওদ্দান এর নিকটেই আবওয়া'র বসতি রয়েছে আর এই স্থানেই মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতার ইন্তেকাল হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই যুদ্ধে বনু যামরার পাশাপাশি মক্কার কুরাইশদেরও মহানবী (সা.) দৃষ্টিপটে রেখেছিলেন। এর অর্থ হলো সত্যিকার অর্থে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা আর আরবের গোত্রগুলো থেকে সেই বিষাক্ত ও ভয়াবহ প্রভাব দূর করা, যা কুরাইশ ও তাদের কাফেলাগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করছিল। কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করত এবং এ কারণে সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৭-৩২৮)

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে, ওয়াকদী, মাদায়েনী এবং ইবনে কালবী'র মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক্ এবং ইবনে উকবা ও ইবনে সা'দ এর মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

যাহোক, এর একটি ব্যাখ্যা তাবাকাতুল কুবরা'র একটি বর্ণনা অনুযায়ী কিছুটা এরূপ যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন, কিন্তু যাত্রা করার পূর্বে তাঁকে কুকুরে কামড়ায়। এ কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ যদিও (প্রত্যক্ষ যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু তিনি এর জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দকে বদরের যুদ্ধের গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে অংশ প্রদান করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

একটি রেওয়ায়েত এরূপও রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রা.)-এর কাছে ছিল। এটি আল্‌মুসতাদরেক-এর রেওয়ায়েত।

(আল্‌মুসতাদরেক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮২)

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে 'আযব' নামক তরবারি উপহার দেন আর মহানবী (সা.) এই তরবারি নিয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪)

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ একটি গাধাও প্রদান করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪০৬)

মহানবী (সা.)-এর কাছে সাতটি বর্ম ছিল। সেগুলোর একটির নাম ছিল 'যাতুল ফুযুল'। সেটির দৈর্ঘ্যের জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছিল। আর এই বর্মটি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই বর্মটি লৌহ নির্মিত ছিল। এটিই সেই বর্ম ছিল যা মহানবী (সা.) আবু শাহ্‌ম নামক ইহুদির কাছে যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর যবের পরিমাণ ছিল ত্রিশ সা' এবং তা এক বছর সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে থাকত আর আনসারদের পতাকা থাকত হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর কাছে। প্রচণ্ড যু দ্ধের সময় মহানবী (সা.) আনসারদের পতাকাতলে থাকতেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯১৭)

অর্থাৎ শত্রুদের প্রবল ও তীব্র আক্রমণ আনসারদের ওপর হতো, কেননা, মহানবী (সা.) সেখানেই থাকতেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন যার ওপর 'ফাদাক' নির্মিত ছোট কম্বল বিছানো ছিল এবং তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদকে নিজের পিছনে বসিয়ে নেন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ অসুস্থ ছিলেন এবং বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পাড়ায় ছিলেন। এই ঘটনা বদরের যুদ্ধের পূর্বের। হযরত উসামা বলতেন, পথ চলতে চলতে তিনি (সা.) এমন একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে যান যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলও ছিল। এটি তখনকার ঘটনা যখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল মুসলমান হয় নি, আর এটি সেই একই ঘটনা যাতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলূল মহানবী (সা.)-এর সাথে চরম অশিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিল। যাহোক, তিনি (সা.) যখন নিজ বাহনে বসে যাচ্ছিলেন তখন ধূলা উড়ে সেই বৈঠকের ওপর গিয়ে পড়ে, তারা হয়ত রাস্তার পাশে বসেছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢাকে এবং বলে, আমাদের ওপর ধূলা উড়িও না। মহানবী (সা.) তাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলেন এবং থামেন। সে যখন এই কথা বলে তখন মহানবী (সা.) নিজের বাহন দাঁড় করান এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলেন আর গাধার ওপর থেকে নামেন। তিনি (সা.) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল বলে, ওহে! তুমি যে কথা বলছ এর চেয়ে ভালো কোন কথা হয় না? যদি এটিই তোমার বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বৈঠকে এসে (এমন কথা শুনিয়ে আমাদের) কষ্ট দিও না। এসব কথা বলার জন্য আমাদের বৈঠকে আসার কোন প্রয়োজন নেই আর (এই ঘটনা পূর্বেও আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।) নিজ গৃহে ফিরে যাও। যে তোমার কাছে আসে তাকে শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহাও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি (পূর্বেই) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবী ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের বৈঠকে এসেই আপনি আমাদের পাঠ করে শোনান, আমরা এটি পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদিরা পরস্পরকে বকাঝকা আরম্ভ করে। তারা পরস্পরের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশেষে তারা বিরত হয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ পশু অর্থাৎ বাহনে বসে প্রস্থান করেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র কাছে যান। মহানবী (সা.) তাঁকে বলেন, সা'দ! তুমি কি শুনেছ আবু হুবাব কী বলেছে? তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলকে বুঝাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমাকে এই এই কথা বলেছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি একে ক্ষমা করে দিন এবং উপেক্ষা করুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এখন আল্লাহ্ তা'লা সেই সত্য এখানে নিয়ে এসেছেন যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এখানকার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা যখন আপনাকে প্রদত্ত সত্যের কারণে এটি পছন্দ করেননি তখন সে বিদ্বেষের অনলে পুড়তে থাকে আর একারণে সে এমনটি করেছে যা আপনি দেখেছেন। অর্থাৎ সে নেতা হতে যাচ্ছিল কিন্তু আপনার আগমনে তার নেতৃত্ব খর্ব হয়। তাই সে আপনার প্রতি বিদ্বেষ এবং হিংসা পোষণ করে সেসব কথা বলেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের উপেক্ষা করতেন আর তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করতেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ۔ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে তাদের পক্ষ থেকে তোমরা অবশ্যই অনেক মর্মপীড়াদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করলে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই তা হবে সাহসিকতার কাজ। (সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অনেকেই তাদের কাছে সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষের কারণে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদের কাফিররূপে ফিরিয়ে নিতে চায়! তাই তুমি (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহ্ র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত (তাদের) মার্জনা কর এবং তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা: ১১০)

মহানবী (সা.) ক্ষমা করাকেই সর্বোত্তম মনে করতেন, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে কাফিরদের মোকাবিলা করেন এবং এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা কাফির কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের ভবলীলা সাঙ্গ করেন। এ চিত্র দেখে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল সহ তার সঙ্গে থাকা মুশরিক ও মূর্তিপূজারীরা বলতে থাকে, এখন তো এই জামা'ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের এই পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মে এবং তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ইসলাম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে বয়আত করে মুসলমান হয়ে যায়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৫৬৬)

বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) যে কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে আর তা হল, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের আসার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) পরামর্শ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে হযরত আবুবকর (রা.) কথা বলেন , কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর কথা উপেক্ষা করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) কথা বলেন অর্থাৎ পরামর্শ দিতে চাইলে মহানবী (সা.) তাঁকেও উপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন আর আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা তা-ই করব। আপনি যদি আমাদের বারকুল কিমাদ (এটি ইয়ামেনের একটি শহরের নাম যা মক্কা থেকে পাঁচ রাতের দুরত্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত) পর্যন্ত গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বলেন তবে আমরা অবশ্যই তা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) সবাইকে ডাকেন এবং যাত্রা করেন আর বদরের প্রান্তরে গিয়ে অবতরণ করেন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে বদরের প্রান্তরে পৌঁছেন। সেখানে কুরাইশদের পানি সংগ্রহকারীরা আসে এবং তাদের মাঝে বনু হাজ্জাজ গোত্রের কৃষ্ণাঙ্গ এক যুবকও ছিল। তারা তাকে পাকড়াও করে, অর্থাৎ মুসলমানরা তাকে ধরে ফেলে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তার কাছে আবু সুফিয়ান ও তার সাথিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে, কেননা প্রথমে এটিই জানা গিয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান তার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছে। যাহোক উত্তরে সে এ কথাই বলতে থাকে যে, আমি আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে কিছুই জানি না কিন্তু আবু জাহল এবং উতবা ও শায়বা আর উমাইয়া বিন খালফরা নিশ্চিতভাবে সেখানে বসে আছে। যখন সে একথা বলে তখন তারা তাকে মারধর করে। এতে সে বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে বলছি, আবু সুফিয়ানও তাদের মাঝে রয়েছে। তারা যখন তাকে ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় জিজ্ঞেস করে তখন সে বলে, আবু সুফিয়ানের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই তবে আবু জাহল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া বিন খালফ তাদের মাঝে উপস্থিত আছে। অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে যে সেনাদল এসেছে এবং অবস্থান করছে তাদের মাঝে এরা রয়েছে, কিন্তু আবু সুফিয়ান নেই। যখন সে একথা বলে, তখন তারা তাকে পুনরায় প্রহার করে। মহানবী (সা.) সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি (সা.)এরূপ অবস্থা দেখে সালাম ফিরান এবং বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, সে যখন তোমাদেরকে সত্য বলে তখন তোমরা তাকে প্রহার কর, আর সে যখন তোমাদের মিথ্যা বলে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, এই ছেলে যা বলছে, ঠিক বলছে। এরপর তিনি (সা.) এও বলেন, এটি অমুকের লাশ পড়ার স্থান। অর্থাৎ সেই শত্রুদের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, বদরের প্রান্তরের এখানে অমুকের লাশ পড়ে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) মাটিতে নিজের হাত রেখে বলছিলেন, এই এই স্থানে (অমুক নিহত হবে)। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে একজনও নিজের স্থান থেকে এদিক সেদিক হয় নি অর্থাৎ শত্রু যারা ছিল তারা সেখানেই পড়ে নিহত হয় যে স্থানটি মহানবী (সা.) হাত দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, বাব গাযওয়ায়ে বদর)

উহুদের যুদ্ধের পূর্বে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মসজিদে নববীতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর দ্বারে সকাল পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকেন। মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, ধনুক কাঁধে নেন এবং হাতে বর্শা ধারণ করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) উভয়ে তাঁর (সা.) সম্মুখে দৌড়াতে থাকেন। এ উভয় সাহাবী বর্ম পরিহিত ছিলেন আর অন্যরা মহানবী (সা.)-এর ডানে এবং বামে ছিলেন। (আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮-৩০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি বড় দলের সাথে আসরের নামাযের পর মদীনা থেকে রওয়ানা হন। অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তাঁর বাহনের সামনে মন্থর গতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর অন্য সাহাবীরা তাঁর (সা.) ডানে, বামে এবং পেছনে হাঁটছিলেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৬)

উহুদের যুদ্ধের সময় যে সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর পাশে অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ তাদের অন্যতম।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৭)

মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন আর নিজের ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন তখন তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র সহায়তায় নিজ-গৃহে প্রবেশ করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২৯)

তিনি আহত ছিলেন, তাই এই অবস্থায় অবতরণের সময় এ দু'জনের সহায়তা নেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযানে আমাদের মূল পাথেয় ছিল খেজুর। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধাভিযান তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশ বাহিনী রওহা নামক স্থানে অবস্থান নেয় যা মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানে তাদের অর্থাৎ কুরাইশদের এই ধারণা হয় যে, মুসলমানদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তাই ফিরে গিয়ে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা উচিত, মুসলমানরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না কেননা তাদের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। অপরদিকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হন এবং হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। অর্থাৎ তিনি (সা.)ও অবগত হন যে, কুরাইশদের এরূপ দুরভিসন্ধি রয়েছে তখন তিনি (সা.) বলেন, চলো, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে 'যুল হুলায়ফা'র দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর এই আগমন সংবাদ জানার পর কুরাইশ বাহিনী মক্কা অভিমুখে পলায়ন করে। অর্থাৎ তারা যখন দেখে যে, মুসলমানরা

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে তখন তারা পালিয়ে যায়। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) তখন ৩০টি উট এবং অনেক খেজুর নিয়ে আসেন যা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল– এটি বর্ণনাকারী লিখেছেন। তিনি উটও নিয়ে এসেছিলেন যা কোন দিন ২টি আবার কোন দিন ৩টি করে জবাই করা হতো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১০)

এবং সেগুলোর মাংসই খাওয়া হতো।

চতুর্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে যখন বনু নযীর-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মহানবী (সা.) ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রের দুর্গগুলোকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে খায়বারের দিকে দেশান্তরিত করেছিলেন। এ সময় গণিমতের মাল অর্জিত হলে মহানবী (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে ডেকে বলেন, আমার কাছে তোমার জাতির লোকদের ডেকে আন। হযরত সাবেত বিন কায়েস নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) শুধু কি খাযরাজ গোত্রকে (ডাকবো) ? তিনি (সা.) বলেন, না, সকল আনসারকে ডাক। অতএব তিনি (রা.) অওস ও খাযরাজ গোত্রকে তাঁর (সা.) সমীপে ডেকে আনেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারদের সেসব অনুগ্রহের উল্লেখ করেন যা তারা মুহাজিরদের প্রতি করেছেন। অর্থাৎ কীভাবে তারা মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তা বর্ণনা করেন। যেমন, আনসাররা মুহাজিরদেরকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বা 'ফ্যায়' অর্থাৎ সেই গণিমতের মাল যা কাফিরদের কাছ থেকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানরা লাভ করেছে, তা আমি তোমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে সম-বণ্টন করে দিব। এ অবস্থায় মুহাজিররা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বাড়িতে ও সম্পদে (অংশীদার) থাকবে অথবা তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব, অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হলে তোমরা যেভাবে পূর্বে তাদের অর্থাৎ মুহাজিরদের সাথে ব্যবহার করে আসছ সেভাবেই করতে থাকবে, তারা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে, ভ্রাতৃত্ববন্ধনও বজায় থাকবে, যেভাবে এখন এই বন্ধন রয়েছে। কিন্তু তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব যার ফলে তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, পুরো সম্পদ তারা লাভ করবে কিন্তু এরপর তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে আর তখন আর তোমাদের ঘরে থাকার কোন অধিকার তাদের থাকবে না যা ইতিপূর্বে ছিল। এতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) উভয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই সম্পদ মুহাজিরদের মাঝেই বণ্টন করে দিন আর তারা আমাদের বাড়িতে ঠিক সেভাবেই থাকবে যেভাবে পূর্বে ছিল, আমাদের (সম্পদের) কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এই পুরো সম্পদ তাদের মাঝেই বিতরণ করে দিন, আনসারদের দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের যে অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে উঠেছে, আমাদের বাড়িতে তাদের যাতায়াত করার এবং অবস্থ ান করার যে অধিকার রয়েছে তা-ও ঠিক সেভাবেই বহাল থাকবে। আর আনসাররা উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা এতে একমত আর আমাদের জন্য এটি শিরোধার্য। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের ছেলেদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) -কে ফ্যায়-এর যে সম্পদ দান করেছেন তা তিনি মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করেন এবং আনসারদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী ব্যতীত অন্য কাউকে কিছু দেন নি। উক্ত দু'জন আনসার সাহাবী অভাবগ্রস্ত ছিলেন। তারা দু'জন হলেন, হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ এবং হযরত আবু দজানা (রা.)। এছাড়া তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-কে আবু হুকায়েক এর তরবারি প্রদান করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

হযরত সা'দ (রা.)'-এর মাতা হযরত হামরা বিনতে মাসঊদ, যিনি মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর মৃত্যু সে সময় হয়েছিল যখন মহানবী (সা.) দুমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত সা'দ (রা.) এই যুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গে একই বাহনে ছিলেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর মায়ের ইন্তেকাল তখন হয়েছিল যখন মহানবী (সা.) মদীনার বাইরে ছিলেন। সা'দ (রা.) নিবেদন করেন, আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে আর আমি চাই যে, আপনি তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তিনি (সা.) জানাযার নামায পড়ান, যদিও তাঁর মৃত্যুর তখন একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ একমাস পরে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি মানত (সংকল্প)-এর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যা তার মায়ের পক্ষ থেকে ছিল আর তিনি তা পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ কর।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ওসীয়্যত করেন নি, আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা দিই তাহলে তা তার কোন উপকারে আসবে কী? মহানবী (সা.) বলেন, অবশ্যই। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, কোন্ ধরণের সদকা আপনার অধিক পছন্দ? তিনি (সা.) বলেন, 'পানি পান করাও'।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, পৃ: ৪৬১-৪৬২)

মনে হয় সে সময় পানির সঙ্কট ছিল, (পানির) অনেক প্রয়োজন ছিল। যাহোক, একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তখন হযরত সা'দ (রা.) একটি কূপ খনন করান আর বলেন, এটি উম্মে সা'দের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ তাঁর নামে তা চালু করেন।

আল্লামা আবু তাইয়্যেব শামসুল হক আজীমাবাদী– তিনি আবু দাউদের ব্যাখ্যায় লিখেন- মহানবী (সা.)এই যে বলেছেন সবচেয়ে উত্তম সদকা হল পানি অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, পানি পান করাও। এর কারণ এটিই ছিল যে, সে দিনগুলোতে পানির সঙ্কট ছিল। সার্বিকভাবে পানির প্রয়োজন সব জিনিসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এরপর আরো লিখেন, পানি সদকা করার কথা তিনি (সা.) শ্রেয় আখ্যা দিয়েছেন কেননা, এটি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর জিনিস, বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সেই অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন, 'ওয়া আনযালা মিনাস সামায়ে মাআন তাহুরা'। সূরা আল্ ফুরকান: ৪৯)

অর্থাৎ আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি। গরমের তীব্রতার কারণে মদীনায় পানি অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, সাধারণ প্রয়োজন এবং পানির সঙ্কটের কারণে পানিকে অনেক মূল্যবান মনে করা হতো।

অবশ্য পানিকে আজও মূল্যবান মনে করা হয়। এর জন্য বা এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকার বলতে থাকে (আর এ দিকে) দৃষ্টিও রাখা উচিৎ। যাহোক, শুধুমাত্র পানির কূপ খনন করিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি; হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন, তাঁর মা মারা যাওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থি ত ছিলেন না। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন আর সে সময় আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম না (ফিরে আসার পর জেনে থাকবেন। প্রথমে সম্ভবত আমি বলে দিয়েছিলাম সফরের সময় জেনেছেন অথবা ফিরে আসার পর জানতে পারেন।) যাহোক, তিনি উপস্থি ত ছিলেন না এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করলে তা তাঁর কল্যাণে আসবে কী? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ (অবশ্যই)। তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, মিখরাফ নামে আমার একটি বাগান রয়েছে যা আমি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা স্বরূপ দিচ্ছি। (সহী বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস-২৭৬)

তিনি সদকা-খয়রাত এবং দরিদ্রদের সাহায্যের ক্ষেত্রে খুবই উদার-মনা ছিলেন আর অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে আর তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

জুমআর খুতবা

" সেই ব্যক্তি সৌভাগাবান, যে খোদাকে ভালবাসে"

ওয়াকফে জাদীদের ৬২তম বছরের নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাত ছিয়ানব্বই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ড কুরবানী প্রদান করেছেন।

কেবল সম্পদ একত্রিত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং খোদা তা'লার ভালবাসার কারণে তাঁর ধর্মের জন্য কুরবানী করা প্রকৃত উদ্দেশ্য।

নবাগত আহমদীদেরকে অবশ্যই আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

আর্থিক অসচ্ছলতায় বা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় খোদা তা'লার ভালবাসা লাভের জন্য তাঁর ধর্মের জন্য আর্থিক ত্যাগ-স্বীকার করাই প্রকৃত কুরবানী যা আল্লাহ্ তালার নৈকট্য লাভের মাধ্যমও হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এমন সব মানুষ দান করেছেন যারা খোদার ভালবাসা অর্জনের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন।

নিষ্ঠাপূর্ণ তুচ্ছ দানও আল্লাহ্র নিকট এমনভাবে গৃহীত হয় যে তিনি তা অনেকগুণ বর্ধিত আকারে ফেরত দেন।

ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের সূচনা উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী আহমদীদের আর্থিক ত্যাগ-স্বীকারের ঘটনাবলীর বর্ণনা

এই ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানের– কোনটি আফ্রিকার, কোনটি আমেরিকার, কোনটি ইউরোপের, কোনটি উত্তরে-কোনটি দক্ষিণে, আর একটির সাথে অন্যটির কোন সংযোগ বা সম্পর্কও নেই, কিন্তু সবগুলো ঘটনাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্রমাবনতিকে দৃষ্টিপটে রেখে দোয়ার উপদেশ ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন (ইউকে) থেকে প্রদত্ত ৩রা জানুয়ারী , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৩ সুলাহ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যুগান্তকারী রচনা 'ইসলামী উসূল কী ফিলসফী' বা ইসলামী নীতি দর্শন-এ খোদা তা'লাকে লাভ করা, তাঁকে চেনা এবং তাঁর সত্তার প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করার আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থার উল্লেখ করতে গিয়ে আটটি মাধ্যম বর্ণনা করেছেন যেগুলো মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেও পূর্ণ করে। এখন আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মাধ্যম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা পঞ্চম মাধ্যম বা পন্থা হিসাবে তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

"প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্ তা'লা 'মুজাহেদা' বা চেষ্টা-সাধনাকে পঞ্চম মাধ্যম আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের ধনসম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার মাধ্যমে, নিজের শক্তিবৃত্তিকে আল্লাহ্ র রাস্তায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে, নিজের প্রাণকে খোদা তা'লার রাস্ত ায় উৎসর্গ করার মাধ্যমে এবং নিজের জ্ঞানকে আল্লাহ্র পথে কাজে লাগানোর মাধ্যমে যেন তাঁকে অন্বেষণ করা হয়। যেমনটি তিনি বলেছেন,

جَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (التوبہ:41)

(সূরা আত্তওবা: ৪১)

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (সূরা আল্ বাকারা: ০৩)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবূত: ৭০)

অর্থাৎ, তোমাদের ধনসম্পদ, প্রাণ ও প্রবৃত্তিকে এর সমুদয় শক্তি সামর্থ্যসহ আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিত কর। আর আমরা তোমাদেরকে যে বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং মেধা ও দক্ষতা দান করেছি তার সবই খোদার পথে নিয়োজিত কর। যারা আমাদের পথে সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪১৯)

এরপর খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

"তোমরা ধনসম্পদকেও ভালোবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও ভালোবাসবে- এটি কখনোই সম্ভব নয়। তোমরা যে কোন একটিকে ভালোবাসতে পার। অতএব সে-ই সৌভাগ্যবান যে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে খোদা তা'লাকে ভালোবেসে তাঁর পথে নিজ ধনসম্পদ খরচ করবে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার ধনসম্পদেও অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দান করা হবে। কেননা, ধনসম্পদ নিজে থেকে আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি খোদা তা'লার জন্য নিজের ধনসম্পদের কিয়দংশ পরিত্যাগ করে, সে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। আর যে ব্যক্তি ধনসম্পদকে ভালোবেসে খোদা তা'লার পথে যথাযথ সেবা করে না, সে অবশ্যই সেই সম্পদ হারাবে।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

এরপর তিনি বলেন, আমাদের জমা'তের প্রত্যেক সদস্যের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি এত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে অঙ্গীকার করে আল্লাহ তা'লা তার রিয্ক তথা আয়-উপার্জনে বরকত দান করেন।(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১)

তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, যারা জানে না বা নবাগত অথবা যারা উদাসীনতা প্রদর্শন করে কিংবা ঔদাসিন্য না দেখালেও অনেক সময় যাদের আর্থিক কুরবানী করার উপলব্ধি থাকে না তাদেরকে বোঝানো উচিত যে, তোমরা যদি সত্যিকার সম্পর্ক রেখে থাক তাহলে খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় ও মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও যে, আমি এত টাকা করে চাঁদা অবশ্যই দিব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন যাদেরকে চাঁদার গুরুত্বে র প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হলে তারা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেন। আর এ কারণেই আমি গত কয়েক বছর ধরে জামা'তের ব্যবস্থাপনার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করছি যে, নবাগতদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথা আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারো এক পয়সা বা এক টাকা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে সে যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা-ই দেয়। কোনও কোনও জায়গায় দেখা গেছে, কখনো কখনো বিত্তশালীরা একথা বলে দেয় অথবা জামা'তী ব্যবস্থাপনা আফ্রিকায় অথবা দরিদ্র দেশসমূহের কোনও কোনও জায়গায় কতককে এ কথা বলে দেয় বা কখনো কখনো এখানে কেউ কেউ তার দরিদ্র আত্মীয়-স্ব জনের পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দেয়, অথবা টাকা দিয়ে বলে যে, আচ্ছা দরিদ্রদের পক্ষ থেকে আমরা চাঁদা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এটিও এক ধরনের পুণ্য, কিন্তু তারা দরিদ্র হলেও তাদের নিজেদের অংশগ্রহণ করা উচিত,তাদের যতটুকুই সামর্থ্য আছে। কেবল অর্থ সংগ্রহ করাই (চাঁদার) উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার খাতিরে তাঁর ধর্মের জন্য কুরবানী করা হলো মূল উদ্দেশ্য। অতএব যেখানে জামাতী ব্যবস্থাপনা এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে অর্থাৎ লোকেরা বলে দিল আর অন্য কারো নামে দিয়ে দিল– তারা ভুল করে। কখনো কখনো এমন কথাও আমার কানে আসে।

যাহোক, সামগ্রিকভাবে আমি দেখেছি, বরং আর্থিক কুরবানীর যে রিপোর্ট আসে, তাতে বিশেষভাবে এটিই দেখা গেছে যে, তাতে দরিদ্র লোকদের আর্থিক কুরবানীর উল্লেখই বেশি থাকে। তাদের মাঝে এই চেতনা অধিক

রয়েছে যে, আমাদের আর্থিক কুরবানী করতে হবে। এছাড়া প্রায় সময় আমি আমার খুতবায় এ বিষয়টি উল্লেখ বা বর্ণনাও করে থাকি, অর্থাৎ দরিদ্রদের কুরবানীর বিষয়টি। কতকের কুরবানী দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। যদি কারো কাছে অগাধ ধনসম্পদ থাকে, অঢেল অর্থ-সম্পদ থাকে আর তা থেকে যদি কিছু দান করা হয় তাহলে তা কোন অসাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু যদি অস্বচ্ছলতা এবং দারিদ্রাবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য, খোদা তা'লার ধর্মের খাতিরে অর্থিক কুরবানী করা হয়, তবে সেটিই হবে প্রকৃত কুরবানী যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানেরও মাধ্যম হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যেত। একদা কয়েকটি পুস্ত ক প্রকাশের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। যখন কোন বন্ধুকে এ বিষয়ে বলা হয় যে, এত টাকার প্রয়োজন, আপনার জামা'তে তাহরীক করুন যেন তারা অর্থাৎ সেই জামা'তের সদস্যরা এই পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করে, তখন জামা'তে তাহরীক করার পরিবর্তে এবং আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও, কোনরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও, বরং বলা উচিত অস্বচ্ছলতা ছিল, সেই বন্ধু নিজের পক্ষ থেকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন আর এমন ভাব করেন যেন উক্ত শহরের জামা'তের সদস্যরা-ই এই অর্থ দিয়েছে। [তখন তা জানা যায় নি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিষয়টি জানতে পারেন নি] তার এই ব্যক্তিগত কুরবানী তখন প্রকাশিত হয় বা জানা যায় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই জামা'তেরই অপর এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের জামা'ত একান্ত প্রয়োজনের সময় অনেক বড় সাহায্য করেছে। আর তিনি যখন জানতে পারেন যে, এই কুরবানী আসলে এক ব্যক্তিই করেছিল তখন জামা'তের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় যে, আমাদেরকে কেন এই সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় নি? সেই অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) যিনি তখন নিজের স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে উক্ত অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাঁর স্ত্রীও এই কুরবানীতে অংশীদার ছিল। মুন্সী আড়োঢ়া সাহেব মুন্সী জাফর সাহেবের বন্ধু ছিলেন এবং একই জামা'তের সদস্য ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তিনি যখন সেই কুরবানীর বিষয়ে অবগত হন, তার পর থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, আমাদেরকে কেন বলেন নি আর আপনি নিজেই সেই সমুদয় অর্থ একা কেন দান করেছেন? (আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮)

অতএব এমন সব নিবেদিত মানুষ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য সকল প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। এটি হলো সেই আদর্শ যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যে আদর্শের ওপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা আমল করেছেন। আর এটি কেবল সে যুগের কথাই নয় বরং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষ কীভাবে বিভিন্ন তাহরীকে আর্থিক কুরবানী করে থাকে এবং নিজেরা কষ্ট সহ্য করে হলেও আর্থিক কুরবানী করে। আর আল্লাহ্ তা'লাও, যিনি কারো কাছে ঋণী থাকেন না, তাদেরকে কীভাবে তা ফিরিয়ে দেন। এখন আমি এমনই কিছু ঘটনা এবং দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব। আজ যেহেতু ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষেরও ঘোষণা হবে, তাই এসব ঘটনার অধিকাংশই ওয়াকফে জাদীদের সাথে সম্পৃক্ত।

গাম্বিয়ার একজন স্থানীয় মুবাল্লিগ কিবা জালু সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁর ত্যাগী বান্দাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেন। তিনি বলেন, একজন নবাগত আহমদী বন্ধু হলেন,আব্দুল্লাহ্ ইজাভু সাহেব। তিনি একটি গ্রামের অধিবাসী এবং ভুট্টা ও চীনাবাদাম চাষী। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ ফসলের খুব একটা উৎপাদন হচ্ছিল না। এ বছর তিনি চীনাবাদামের বীজ বিক্রয় করে নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করেন যার পরিমাণ ছিল প্রায় সাতশ' ডালাসি, যেন আল্লাহ্ তা'লা তার চাষাবাদ তথা কৃষিকাজে বরকত দান করেন। তিনি বলেন, এই আর্থিক কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ফসলে এতটাই বরকত দান করেছেন যে, গত বছরের তুলনায় তার তিন গুণ আয় হয়। তাই তিনি ফসল কাটার পর আরো এক হাজার ডালাসি ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন।

এরপর গাম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থি ত একটি গ্রামের একজন বন্ধু হলেন, উসমান সাহেব। তিনি বলেন, গত বছর তিনি ওয়াকফে জাদীদ খাতে এক বালতি ভুট্টা চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এখন এক সম্পদশালী ব্যক্তি, যার অনেক স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে, তাদের কেউ যদি হাজার ডলার, হাজার পাউন্ড বা পাঁচ হাজার পাউন্ডও দান করে; লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের মালিকের কাছে এটি তেমন কোন বিশেষ কুরবানী নয়, কিন্তু এসব মানুষের জন্য তা-ই অনেক যা তারা নিজেদের খোরাক বা চাষাবাদের জন্য বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করে। এক বালতি ভুট্টা একজন শহরের অধিবাসী বা ইউরোপের অধিবাসীর নিকট তেমন কোন মূল্যই রাখে না কিন্তু তাদের জন্য তা অনেক বড় কুরবানী। যাহোক,তিনি এক বালতি ভুট্টা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন যা এখানে হয়ত আপনারা পাঁচ-ছয় পাউন্ডে পেয়ে যাবেন। তিনি বলেন, যদিও গতবছর ফসলের উৎপাদন অনেক কম হয়েছিল আর শুধুমাত্র বারো বস্তা শস্য লাভ হয়েছিল এবং বহু কষ্টে তাদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে তিনি এ বছর ত্রিশ বস্তা ভুট্টা লাভ করেন। এছাড়া 'কোস' নামের অন্য একটি ফসল থেকেও আরো পনেরো বস্তা শস্য তিনি লাভ করেন। অতএব নিষ্ঠার সাথে প্রদত্ত সামান্য বস্তুও আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এমনভাবে গৃহীত হয় যা আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণে বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেন। আর এটিই তাদের জন্য পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান দৃঢ় করারও মাধ্যম হয়।

ক্যামেরুনের মুয়াল্লিম সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপার আরেকটি দৃষ্টান্ত লিখে পাঠিয়েছেন। ডগুই গ্রামের একজন নবাগত আহমদী হলেন, আমদু সাহেব। তাকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য বলা হলে তিনি দুই বালতি ভুট্টা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। মানুষ যেসব কুরবানী করছে তা (বাহ্যত) ছোট-খাটো কুরবানী। তিনি মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, আমার খামারের অবস্থা ভালো নয়। আমার কাছে যেহেতু তেমন অর্থকড়ি ছিল না তাই আমি এর প্রতি সেভাবে দৃষ্টি দিতে পারি নি। সরকার সাহায্য করতে চায় কিন্তু সেজন্যও সরকারি খাতে কিছু অর্থ জমা দিতে হয় আর এরপরই সরকার তাতে স্বীয় অংশ লগ্নি করে। তিনি বলেন, সেই অর্থও আমার কাছে ছিল না, এই পরিমাণ অর্থও আমি দিতে পারছিলাম না। আমার নাম সেই তালিকায় ছিল ঠিকই কিন্তু আমি কিছুই পাব না, কেননা আমি অর্থ জমা দিই নি। তিনি বলেন, তখন মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, আপনি তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়া আরম্ভ করুন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, এর ফলাফল যা হয়েছে তা হলো, কয়েক দিন পূর্বে তিনি আমার কাছে আসেন এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেছেন আর আমি সরকারকে কোন অর্থও প্র দান করিনি, যা দেওয়া আবশ্যক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাকে জমিতে পানি সেচের জন্য পাম্প মেশিন প্রদান করে আর একই সাথে ফসলের বীজের জন্য পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক সিফাহ্-ও প্রদান করে। এরপর তিনি তার কৃষি জমিতে কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ আরম্ভ করেন আর আশা করছেন যে, একারণে তার ফসলও অনেক ভালো হবে। তিনি বলেন, খোদা তা'লা আমার সামান্য কুরবানীকে গ্রহণ করেছেন আর এর পরিবর্তে আমাকে অনেক পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এর ফলে তিনি নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দ্বিগুণহারে পরিশোধ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ নূর খায়ের সাহেব বলেন, এক দম্পতি রয়েছে যারা সাদামাটা জীবন যাপন করলেও নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে থাকেন। উপার্জন যা-ই হোক না কেন তা থেকে কিছু অর্থ চাঁদা প্রদানের নিমিত্তে পৃথক করে একটি বাক্সে রেখে দেন। আর যখনই মুবাল্লিগ সাহেব তাদের কাছে পরিদর্শনে যান, তখন তারা সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, কেননা তারা অনেক দূরের একটি দ্বীপে বসবাস করেন। একবার এক বছরের অধিক সময় ধরে সেই জামা'তে কোনও মুবাল্লিগ যেতে পারেন নি, কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা চাঁদার অর্থ নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করতে থাকেন। আর এক বছর পর যখন সেখানে মুবাল্লিগ সাহেব পরিদর্শনে যান তখন সেই বাক্সে বেশ কিছু অর্থ জমা হয়ে গিয়েছিল, যা তারা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। তারা বলেন, এবার আমাদের বেশ লাভ হয়েছে আর এর ফলে চাঁদার কল্যাণের প্রতি আমাদের বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে এবং আমাদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়েছে। আর আমরা এই কল্যাণরাজি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা আরো বলেন- একবার আমাদের সাথে কেউ প্রতারণা করে। আমরা ভাবতে থাকি, এই প্রতারণার কারণ কী? প্রণিধানে বুঝতে পারলাম, আমরা

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

সঠিকভাবে চাঁদা দিই নি, একারণে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। অতএব তখন থেকেই তারা সেই বাক্সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের আয়ের সঠিক হিসাব অনুযায়ী অর্থ জমা রাখতে আরম্ভ করেন। তারা আরো বলেন, চাঁদার টাকা পৃথক না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ হয় না। অতএব এভাবে আল্লাহ তা'লা কতকের ক্ষতিকেও তাদের সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দেন আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়।

ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ বশির উদ্দিন সাহেব লিখেন, একজন বন্ধু তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে পাঁচ লক্ষ ইন্দোনেশিয়ান রুপি প্রদান করেন। ইন্দোনেশিয়ান রুপির মূল্যমান অনেক কম। যাহোক, তাদের হিসেবে এটিই অনেক। কয়েক দিন পর কোন একজন নিজের জমি তার কাছে বিক্রয় করে, যা তিনি পনের মিলিয়ন বা দেড় কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে উক্ত জমি পঞ্চাশ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেন যা তিনি দেড় কোটি ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে ক্রয় করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণে এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই আমার পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন বা সাড়ে তিন কোটি রুপি লাভ হয়েছে। জগতপূজারী একজন মানুষ এটিকে নিজের ব্যবসায়িক চাতুরতা মনে করবে যে, দেখ আমি এত বিচক্ষণতার সাথে লেনদেন করেছি যে, কয়েক সপ্তাহেই পনের মিলিয়ন থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন উপার্জ ন করেছি। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, যারা তাঁর স্নেহভাজন হতে চায়, যারা তাঁর জন্য কুরবানী করে, তাদের হৃদয়ে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তাহলো, আমি যেহেতু আল্লাহ তা'লার জন্য চাঁদা দিয়েছিলাম, কুরবানী করেছিলাম, তাই আল্লাহ্ তা'লা এভাবে আমাকে বর্ধিত করে দিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ারই আরেকটি ঈমানী দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের সেখানকার মুবাল্লিগ জনাব মাসুম সাহেব লিখেন, একজন আহমদী জীবিকা উপার্জনের তাগিদে সোলাবিসী নামের দ্বীপে হিজরত করেন। প্রথমে খুবই অস্বচ্ছল অবস্থা ছিল, এমনকি থাকার জায়গা পর্যন্ত তার কাছে ছিলনা। তাকে মিশন হাউসে থাকতে হয়। এরপর তিনি মাছ কেনা-বেচা করতে আরম্ভ করেন, খুবই ছোট্ট ব্যবসা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম করেন, আয় খুব সামান্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে পিছপা হন নি। কিছুদিন পরই তার অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি বলেন, এখন তার ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা ঐ এলাকায় সবচেয়ে বেশি এবং তিনি একজন মূসীও বটে। তিনি বলেন, এসব কিছু আমার আর্থিক কুরবানীরই ফসল।

গাম্বিয়ায় আমাদের একজন বন্ধু আছেন আব্দুর রহমান সাহেব। তিনি বলেন,সন্তানের স্কুলের ফিস দিতেই তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাই খুব কষ্টে আছি। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, আপনি আর্থিক কুরবানী করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করবেন। তিনি দু'শ পঞ্চাশ ডালাসী ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পর তিনি মাসিক পাঁচ হাজার ডালাসী বেতনের চাকরি পেয়ে যান যা দিয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে তার সন্তানের স্কুল ফিসও দিতে পারেন, এছাড়া অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনও পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি আল্লাহ্ তা'লার এই কৃপাকে মানুষের মাঝে গর্ব করে বলে বেড়ান যে, চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্‌তা'লা আমার প্রতি কৃপা করেছেন এবং আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি আমার জীবিকায়ও অনেক কল্যাণ দান করেছেন।

দরিদ্ররা কীভাবে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সেই ভরসার মান রাখেন দেখুন! গিনিবাসাও এর মিশনারী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এক বন্ধু মন্টিরো কামারা সাহেবকে তার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পরিশোধের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমার কাছে এখন চার হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ আছে যা আমি আজকের খাবার খরচের জন্য রেখেছি। এর মূল্যমান খুবই সামান্য। তাদের পরিবারও বেশ বড় হয়ে থাকে। তাদের খাবার খরচের জন্য এই চার হাজার সিফাহ্ রাখা ছিল। যাহোক তিনি বলেন, আমি কোন ব্যবস্থা করছি। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই অর্থ ই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন যা খাবার খরচ বাবদ রেখেছিলেন এবং খাবার খরচের অর্থ কারো কাছ থেকে ঋণ নেন, বরং ঋণ নেওয়ার জন্য চলে যান। তিনি বলেন, পরের দিনই শহর থেকে তার মেয়ে আসে, যে তাদের জন্য দু'বস্তা চাল, এক গ্যালন তেল, কিছু নগদ অর্থ এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে আসে। এখন তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, খাবার খরচের জন্য যে অর্থ আমি রেখেছিলাম, চাঁদা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত দিয়েছেন যে, পরবর্তী দিনই অগণিত জিনিস-পত্র খাবারের জন্য আমি পেয়ে গেছি। অর্থাৎ এরা ক্ষুধার্ত থেকেও কুরবানী করার মতো মানুষ।

এরপর আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান কীভাবে বৃদ্ধি করেন। ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, ফ্রান্সের এক আরব বন্ধু আছেন। তিনি বলেন যে, তিনি আমার গত বছরের ওয়াকফে জাদীদের খুতবা শ্রবণ করেন যাতে আমি অর্থিক কুরবানীকারীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, যেমনটি আজ করছি। তিনি বলেন, আমার ওপর সেই খুতবার গভীর প্রভাব পড়ে। তার বয়স ৪৬ বছর। তিনি বলেন, আমি তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন ছিলাম। পূর্বে কখনো আমি এতটা আর্থিক সঙ্কটে পড়িনি। ব্যাংক থেকে ঋণও নিতে হয়েছিল এবং ব্যাংক-কর্তৃপক্ষও আমার পেছনে লেগে ছিল যে, ঋণ পরিশোধ কর। আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, আমি যদি আমার হিসাব পরিষ্কার না করি তাহলে আমার একাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমনকি কখনো কখনো জরিমানাও হয়ে যায়। তিনি বলেন, ঐ দিনগুলোতেই আমাদের মহল্লায় সাধারণ সভা হয়। সভার কিছুক্ষণ পূর্বে আমার এক বন্ধু জোর করে আমাকে ২০ ইউরো প্রদান করেন। আমি সেই অর্থ নিজের পকেটে রেখে দিই, আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। পরবর্তী কয়েকদিনের জন্য এটি আমার কাজে আসবে ভেবে আমি সেই ২০ ইউরো রেখে দিই। কিন্তু আমি যখন সভায় যাই আর সেখানে সেক্রেটারী মাল সাহেব চাঁদার কথা বলেন তখন আমি সেই বিশ ইউরো চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। কিছুদিন পর আমার ব্যাংক থেকে আমার কাছে একটি টেলিফোন কল আসে। তিনি বলেন, আমার যেহেতু দুঃসংবাদ শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আর অবস্থাও ক্রমশ মন্দ হচ্ছিল, তাই আমি ভাবলাম হয়ত কোন দুঃসংবাদ-ই হবে; ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হয়ত আমার প্রতি আরও কোন কঠোরতা আরোপ করবে। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে অবহিত করে যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যেন আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ না করা হয় এবং যে ছয়শ' ইউরো পরিমাণ অর্থ আমার অ্যাকাউন্টে মাইনাস বা বকেয়া ছিল তা যেন প্লাস বা জমা করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ সেটাকে যেন জমা করে ক্রেডিটে বদলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্য জনক বিষয় ছিল, কেননা ব্যাংকের আচরণ খুবই কঠোর হয়ে থাকে। তিনি বলেন, কিছুদিন পরই আমার কাজের ইন্স্যুরেন্স আমাকে একটি মোটা অঙ্ক প্রদান করে যা দীর্ঘ সময় ধরে আটকে ছিল। তিনি বলেন, এসব ঘটনা ওয়াকফে জাদীদের খুতবা শোনার এবং সামান্য পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে দেওয়ার পর ঘটে। আগে আমি ভাবতাম– আমার সাথেও কি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে? বহু লোকের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা শোনানো হয়, আমার বেলায় তো কখনো এমনটি ঘটে নি। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চাঁদার কল্যাণের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে,আসলেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ ব্যবহারের ও ঈমান দৃঢ় করার আরেকটি ঘটনা; আর এই ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানের– কোনটি আফ্রিকার, কোনটি আমেরিকার, কোনটি ইউরোপের, কোনটি উত্তরে-কোনটি দক্ষিণে, আর একটির সাথে অন্যটির কোন সংযোগ বা সম্পর্কও নেই, কিন্তু সবগুলো ঘটনাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাইতির মুবাল্লিগ কায়সার সাহেব লিখেন, পোর্ট অব প্রিন্সের একজন নবাগত আহমদী ইব্রাহীম সাহেব কিছুদিন পূর্বে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তার একটি ফাইল পড়ে যায় যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সনদপত্র ছিল এবং তেরো হাজার গোরেদ পরিমাণ নগদ অর্থও ছিল, যা সেখানকার স্থানীয় মুদ্রা। তিনি ফিরে গিয়ে পুরো পথ খুঁজেন, কিন্তু ফাইলটি তিনি খুঁজে পান নি। তিনি বলেন, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আমি ওয়াকফে জাদীদের জন্য যে এক হাজার গোরেদ দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম, তা অবশ্যই পূর্ণ করব– আমার কাছে অর্থ থাকুক বা না থাকুক, কোথাও থেকে ঋণ নিয়ে হলেও দিয়ে দিব। অতঃপর আমি কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে নিজের ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করি। তিনি বলেন, যেদিন চাঁদা দিয়েছিলাম সেদিনই সন্ধ্যায় একজন অপরিচিত ব্যক্তির ফোন আসে যে, আপনার ফাইল আমার কাছে আছে, আপনি এসে নিয়ে যান। তিনি বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

সেখানে গেলে তিনি আমার হাতে ফাইল ধরিয়ে দেন এবং বলেন, আপনার ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে আমাকে ফাইলের ভেতরে দেখতে হয়েছিল; তাই আমি যেহেতু আপনার ফাইল খুলেছি, আপনি আপনার টাকা আর নথিপত্র (সব ঠিক আছে কি না) দেখে নিন। তখন আমি দেখি যে, সব টাকা ও নথিপত্র ফাইলের ভেতরেই আছে। তিনি বলেন, এতে আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কেবল চাঁদার কল্যাণেই আমার হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও আমি ফিরে পেয়েছি, বাহ্যত যা পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল; সেইসাথে টাকাও (ফেরত পেয়েছি)।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, কুনইয়া অঞ্চলের একটি গ্রামের একজন আহমদী বন্ধু আবু বকর সাহেবকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রথমে তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হন, পরে তার ওয়াদা পূর্ণ করে দেন। চাঁদা প্রদানের কিছুদিন পর তিনি আমাদের স্থানীয় মিশনারীকে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত আসলেই ঐশী জামা'ত। তিনি বলেন, আমি সরকারি চাকুরিজীবি এবং বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় আমার একটি পা ভেঙে গিয়েছিল, যা উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় ঠিকভাবে জোড়া লাগে নি। এজন্য আমার একটি পা খাটো হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমার নিত্যদিন কষ্ট হচ্ছিল।একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিল, অস্ত্রোপচার করলে এটি ভালো হতে পারে, তাই বেশ কিছুদিন ধরে আমি অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করছিলাম। আর এবার কিছু টাকা জমা হয়েও গিয়েছিল যা দিয়ে আমি পায়ের অপারেশন করিয়ে ফেলতাম কিন্তু জামা'তের মিশনারী যখন চাঁদার আহ্বান করেন তখন আমি প্রথমে চিন্তা করলাম, এবার না হয় চাঁদা না দিয়ে অপারেশনের জন্য টাকাগুলো রেখে দিই। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহস যোগান এবং আমার মনে হলো যে, না (এমনটি ঠিক হবে না) তাই আমি আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে সবগুলো টাকা চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার দু'দিনও পার হয় নি, আমার অফিস থেকে আমার কাছে চিঠি আসে যে, অস্ত্রোপচারের পুরো খরচ সরকার বহন করবে এবং আমি যেখানে ইচ্ছা (সেখানেই) নিজের চিকিৎসা করাতে পারি। তিনি আরো বলেন, এটি কেবলমাত্র চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। অতএব এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় বরং যারা আল্লাহ্ ত'লার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে তাদের ঈমান মজবুত করার ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত বিধান আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণও বটে।

কাদিয়ান থেকে সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ মামুনুর রশীদ সাহেব লিখেন, সোলেজা নামক এক ভদ্রলোকের পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে এ বছর তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। তার ভাই তাকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাড়াতাড়ি (চাঁদা) পরিশোধ কর, কেননা বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার (ব্যাংক) একাউন্টে পুরো চাঁদা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল না বরং মোট অঙ্কের মাত্র ৩০ শতাংশ টাকা একাউন্টে ছিল। পুরো চাঁদা পরিশোধ করার বিষয়ে ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তার একাউন্টে যে টাকা ছিল তা-ই তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বর্ণনা করেন, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে এত পরিমাণ অর্থ একাউন্টে জমা হয় যা দিয়ে তিনি অবশিষ্ট চাঁদাও পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং তখনই তিনি নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করে দেন। (সেক্রেটারী সাহেব) বলেন, এই ভদ্রলোক সব সময় অর্থবছর শেষ হবার পূর্বেই চাঁদা পরিশোধ করতেন, কিন্তু এ বছর তার নিজের এবং তার সন্তানদের অসুস্থতার কারণে চাঁদা বকেয়া রয়ে গিয়েছিল যে কারণে তিনি ভীষণ চিন্তিতও ছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা এর ব্যবস্থা করে দেন আর তিনি বলেন, এ ঘটনা আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করার কারণ হয়েছে।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ আব্দুল মাহমুদ সাহেবও জামা'তের এক বন্ধুর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি গ্রামের ঘটনা। ঘটনাটি হলো, সেই ভদ্রলোকের একটি পাইকারী মুদি দোকান ছিল যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভালোই চলতো। তিনি প্রতিদিন দোকান খুলেই একশ' রুপি নিয়মিত একটি বাক্সে রেখে দিতেন যা দিয়ে তার ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করতেন। সকালে এসে প্রথমেই তিনি এ কাজটি করতেন অর্থাৎ একটি বাক্সে একশ' রুপি রেখে দিতেন। তিনি বলেন, একদিন দোকানে অনেক কম ক্রেতা আসে এমনকি তার দৈনন্দিন যে খরচ তা-ও পূরণ হচ্ছিল না। তবুও তিনি পরের দিন বাক্সে একশ' রুপি রাখা বন্ধ করেন নি বরং সেদিন দোকান খুলেই একশ' রুপির পরিবর্তে তিনশ' রুপি রাখেন এবং মনে মনে ভাবেন, আজকে একটু আল্লাহ্ তা'লার সাথেই ব্যবসা করে দেখি (কী হয়)? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার এমনই কৃপা হয় যে, ঐ দিনই দুপুরের পর আমার কাছে আটজন ক্রেতা আসে। যেহেতু তার পাইকারী বড় ব্যবসা ছিল আর এতে অনেক সময় লাগতো, (মালের) বিভিন্ন বস্তা তুলে দিতে হতো। তিনি বলেন, আমি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, একজন ক্রেতাকে আগামীকাল আসুন বলে ফেরত পাঠাতে হয় আর অবশিষ্ট লোকদের মালামাল দিতে দিতে গভীর রাত হয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেদিন যথেষ্ট আয় হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন মানুষের প্রতি খুশি হন তখন এত পরিমাণে দান করেন যে, মানুষ দু'হাত দিয়েও তা সামলাতে পারে না।

গিনি বাসাও থেকে অরিও অঞ্চলের মিশনারী আব্দুল আযীয সাহেব বলেন, একজন দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা হলেন, মাসকুতাহ্ সাহেবা, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদানের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, অঙ্গীকার মোতাবেক আমি অর্থ জমা করে রেখেছিলাম। কিন্তু গত রাতে আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে সেই অর্থ কোথাও হারিয়ে যায় বা পড়ে যায়। আমি সেই অর্থ খুঁজছি, তা খুঁজে পাওয়া মাত্রই আমি চাঁদা দিয়ে দিব। এরপর তিনি সেই অর্থ খুঁজতে থাকেন কিন্তু কোথাও (খুঁজে) পান নি। তাই তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। আর এই অর্থ প্রদানের পর তিনি পুনরায় নিজের হারিয়ে যাওয়া থলি খোঁজার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমি কয়েক মিটার দূরে যেতেই প্লাস্টিকের একটি খামে মোড়ানো অবস্থায় সেই অর্থ সড়কের মাঝামাঝি পড়ে থাকতে দেখি। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হন আর পরের দিন আবার আসেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুরো অর্থ প্রদান করেন। এরপর থেকে তিনি মানুষকে বলতে থাকেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে হারিয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মালি'র সুকাসো অঞ্চলের একজন মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখেন, একজন নবাগত আহমদী আহমদ জালা সাহেব মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন, তিনি পূর্বে নিয়মিত চাঁদা দিতেন, কিন্তু এরপর কিছু আর্থিক সংকটের কারণে চাঁদা দিতে পারেন নি। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি একদল লোকের সাথে একটি প্রশস্ত পথ দিয়ে যাচ্ছেন আর সেই পথ সামনে গিয়ে বহু পথে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সামনে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সকল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ও বন্ধুর ছিল। তখন তিনি দোয়া করলে আকাশ থেকে একটি বাহন নেমে আসে যা তাকে নিয়ে আকাশ-পানে উঠে যায় এবং বন্ধুর পথ বা খারাপ রাস্তা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই বাহন তাকে পুনরায় প্রশস্ত রাস্তায় নামিয়ে দেয়। তিনি বলেন, সেখানে তিনি একজন বুযুর্গকে দেখেন যিনি তাকে বলেন, এই বাহন তোমার চাঁদা দেওয়ার কারণে তোমাকে নিতে গিয়েছিল। মানুষ বলে, অনেক সময় বিপদ আসে। কিন্তু একজন আহমদী, যিনি নিয়মিত খোদার পথে চাঁদা দেন, বিপদাপদ বা কাঠিন্যের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। অতএব সেই নবাগত আহমদী চাঁদা পরিশোধ করেন এবং বলেন, আগামীতে যা-ই হোক না কেন তিনি চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে কখনো আলস্য প্রদর্শন করবেন না। এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে কি?

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আরুশা অঞ্চলের একটি জামা'তে চাঁদার তাহরীক করা হলে এক দরিদ্র মহিলা ফাতেমা সাহেবা, যিনি কলা এবং ফল-ফলাদি বিক্রি করে দিনযাপন করেন, তিনি তার দু'দিনের পুরো উপার্জন ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং নিজের পরিবারকেও রীতিমত ওয়াকফে জাদীদ-খাতে অন্তর্ভুক্ত করান।

অনুরূপভাবে জামা'তের আরেকজন বৃদ্ধা মহিলা রয়েছেন, তাকেও তাহরীক করা হলে পরের দিন সকাল আটটায় তিনি স্বয়ং মিশন হাউসে আসেন এবং পাঁচ হাজার শিলিং ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এরা হলেন সেসব মানুষ (যাদের সম্পর্কে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাদেরকে দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কীভাবে তারা কুরবানী করেন! আর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা কুরবানীও করেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেবই আরেকটি ঘটনা লিখেছেন যে, গত কয়েক বছর যাবৎ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু আহমদীরা পরম নিষ্ঠার সাথে আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেন। আরুশা শহরের একজন বন্ধু ওয়াযিরি সাহেব সংবাদপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাকে ওয়াকফে জাদীদের বরাতে তাহরীক করা হলে তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করেন আর একইসাথে আরো বলেন, আমি এখন থেকে প্রতিদিন এক কাপ চায়ের খরচ বাঁচিয়ে সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। দেখুন! দরিদ্র লোকেরা এভাবেও অর্থ সাশ্রয় করে, অর্থাৎ এক কাপ চা পান না করে তার মূল্য চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। (তাদের) এই চেতনা রয়েছে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করবে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব আরো লিখেন, মারা অঞ্চলের একটি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান যুবক সাধারণত ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হবার পূর্বেই পুরো চাঁদা পরিশোধ করে দিতেন। কিন্তু এ বছর অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে তখনও তার পনেরো হাজার শিলিং বকেয়া ছিল। তার কাছে যৎসামান্য অর্থ ছিল। (শিলিংয়ের তেমন কোন মূল্য নেই, এর মূল্যমান খুবই কম।) তিনি হিসাব করে দেখেন, মাস-শেষে উক্ত অর্থও যদি চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন তাহলে তার কাছে (অন্যান্য) ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

যাহোক, তিনি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করে উক্ত অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, পরের দিনই তার অফিস থেকে ফোন আসে যে, গত তিন মাস থেকে তার কিছু বিল প্রদেয় ছিল, সেগুলো পাশ হয়েছে, অনুরূপভাবে নববর্ষে তার বেতনও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার এটিই বিশ্বাস যে, চাঁদার কল্যাণেই কয়েক দিনের মধ্যে আমি ছয় গুণ বেশি অর্থ লাভ করেছি। কোথায় এই অবস্থা ছিল যে, পরিবারের ব্যয় কীভাবে নির্বাহ হবে, আর কোথায় এই অবস্থা যে, আল্লাহ্ তা'লা ছয় গুণ বর্ধিত অর্থ দান করেছেন।

বুরকিনা ফাসো'র কায়া অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন যে, একজন আহমদী আবদু সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন খাতে চাঁদা প্রদান করলেও নিয়মিত ছিলাম না। গত বছর আমি সংকল্প করি যে, আগামীতে আমি চাঁদার সকল খাতে অংশ নেওয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টা করব। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করছি আর যখন থেকে আমি নিয়মিত হয়েছি আমার সকল বিষয়- আমার সম্পদ, আমার গবাদিপশু, ফসল সবকিছুতেই কল্যাণ সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল যেগুলোর কারণে আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম, ধীরে ধীরে সেগুলোরও সমাধান হয়ে গেছে। তিনি বলেন, গত মাসেই আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল আর হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার কাছে কোন অর্থই ছিল না। কিন্তু ডেলিভারির সময় হলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সাহায্য করেন এবং সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। তার ঘরে মেয়ের জন্ম হয়েছে আর স্ত্রী-ও সুস্থ আছেন। তিনি বলেন, এসব কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি আর আমি এটিই মনে করি যে, এসবকিছু চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে।

এরপর রাশিয়ার মুবাল্লিগ বাদায়াঁ আদওয়ারাদ সাহেব রয়েছেন যিনি আরমেনিয়ান হলেও রাশিয়ায় বসবাস করেন। তিনি লিখেন যে, অনেক অধ্যয়ন, পড়াশোনা এবং চিন্তাভাবনার পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পরপরই তাকে জামা'তের আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচয় করানো হয়। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। পেশার খাতিরে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্দেশেও তিনি অনেক সফর করেন। কিন্তু সফরে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন। তিনি ছোটখাট কাজ করেন, এমন নয় যে, তিনি অনেক বিত্তশালী তাই অনেক সফর করেন।

আদওয়ারাদ সাহেব বলেন, ২০২০ সনের জানুয়ারি মাসে কাজের সুবাদে তার আরমেনিয়া যাওয়ার কথা ছিল আর সেখান থেকে কাযান যাওয়ার ছিল, এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার কাছে সফরের খরচ বহন করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। দুশ্চিন্তাও ছিল আর দোয়াও করছিলেন। তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বর তারিখে এমন একটি কোম্পানি থেকে তার একাউন্টে অর্থ প্রেরণ করা হয় যাদের এই অর্থ তাকে ফেব্রুয়ারিতে পরিশোধ করার কথা ছিল। তিনি বলেন, তিনি ছাড়াও আরো মানুষ রয়েছে যারা এই অর্থ ফেব্রুয়ারিতে পাবে। কিন্তু শুধুমাত্র তাকে এই অর্থ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ডিসেম্বরে পরিশোধ করা হয়েছে। আর তার বিশ্বাস হলো, এটি শুধুমাত্র চাঁদার কল্যাণ, নতুবা এই বিষয়টি অনুধাবনের ঊর্ধ্বে যে, এত লোকের মাঝে কেবল আমাকেই এই অর্থ ৩০শে ডিসেম্বরে কেন দেওয়া হলো। তিনি আরো লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার এবং ভালোবাসার ধারণা কেবল একজন আহমদী মুসলমানই লাভ করতে পারে। এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ঈমান দৃঢ় করেন।

আইভরিকোস্ট থেকে সানপেদ্রো অঞ্চলের মুবাল্লিগ ওয়াকার সাহেব লিখেন, এখানে পেদ্রো অঞ্চ লে ২০১৪ সনে ফাতাকরো গ্রামে ২০ সদস্য বিশিষ্ট ছোট একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন জারা সাহেব। তিনি বুরকিনা ফাসোর অধিবাসী ছিলেন। এই জামা'তের একমাত্র সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। আর এক বছর পূর্বে তিনি বুরকিনা ফাসো ফিরে গিয়েছিলেন। তার ফিরে যাওয়ায় বেশ দুচিন্তা ছিল, কেননা অন্য সদস্যরা ততটা সক্রিয় ছিল না আর তাদের তরবীয়তেরও প্রয়োজন ছিল। যাহোক, তার পুত্র ঈসা জারা, যিনি বিবাহিত এবং কৃষিকাজ করেন, তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তাকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জাতীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মত করানো হয়। তাকে চাঁদার গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার এবং দোয়া করতে থাকার জন্য বলা হয়। এরপর তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাসে জাতীয় বার্ষিক জলসার পূর্বে তিনি আমার কাছে আসেন এবং দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ চাঁদা প্রদান করেন। তখন আমি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, এত অর্থ আপনি কীভাবে দিচ্ছেন? কেননা এই অর্থ বাহ্যত তার সামর্থ্যের নিরিখে অনেক বেশি ছিল। তখন তিনি বলেন, আমি যখন থেকে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেছি আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অগণিত কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। আমার জমি থেকে আমি অন্যদের তুলনায় অধিক মুনাফা পাচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, একজন বুযূর্গ, যিনি জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী, মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করছেন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যিনি জগদ্বাসীকে সুপথ-পানে আহ্বান করছেন। আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি। এরপর তিনি বলেন, এখন থেকে আমি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করব।

ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর ১২ বছরের এক বালিকার উল্লেখ করেন, সে কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয় আর একটি থলিতে অর্থ জমাতে থাকে। সেই মেয়েটি বোবা ও বধির। কিন্তু সে যে অর্থ-ই পায়, অন্যদের চাঁদা দিতে দেখে তারও (চাঁদা দেওয়ার) শখ বা আগ্রহ হয়েছে।

অনুরূপভাবে লাইবেরিয়া থেকে একজন মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, কেপমাউন্ট কাউন্টির একটি জামা'তে মাগরীব ও এশার নামাযের পর জামা'তের সদস্যদের আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করলে সদস্যরা রীতি অনুযায়ী পালাক্রমে নিজের ও নিজ পরিবারের সদস্যদের চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তখনই দু'জন ছোট্ট বালক স্নেহের সোলেমান এবং স্নেহের আব্দুল্লাহ্ কামারা মসজিদ থেকে উঠে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর উভয়ে ফিরে আসে আর বিশ লাইবেরিয়ান ডলার করে চাঁদা প্রদান করে। তিনি বলেন, সেখানে যেহেতু সাধারণত পিতামাতারা সন্তানদের চাঁদা দিয়ে থাকে তাই আমার মনে হলো যে, আমি এই কিশোরদের জিজ্ঞেস করি, তারা নিজেরা কেন নিজেদের চাঁদা দিয়েছে। তখন উভয় কিশোর বলে, আমরা জানতে পেরেছি, যুগ খলীফার নির্দেশ হলো শিশু-কিশোররাও যেন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে। তাই আমরা ভাবলাম, এখন থেকে আমরা যুগ খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ সঞ্চয় করে নিজেরাই নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করব। দূরদূরান্তের এসব অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু-কিশোর, যারা কখনো যুগ খলীফাকে দেখেও নি, এরূপ নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক কেবলমাত্র খোদা তা'লাই তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততাকে আরো বৃদ্ধি করুন। অতএব ছোট হোক বা বড়, নবাগত আহমদী হোক বা পুরোনো আহমদী– তাদের এই বুৎপত্তি বা জ্ঞান রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের একটি মাধ্যম হচ্ছে তাঁর পথে খরচ করা আর কতককে খোদা তা'লা স্বয়ং পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন, যেমনটি আমি বিভিন্ন ঘটনা বললাম। তারা এমন মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুসারে খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে ঈর্ষার পাত্র হয়ে যান।

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদ এর বরাতে গত বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে যে আর্থিক কুরবানী হয়েছে তার রিপোর্ট উপস্থাপন করব আর নববর্ষের ঘোষণাও (করব)। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদ এর ৬২তম বছর ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে আর ১লা জানুয়ারি থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়কালে ওয়াকফে জাদীদ খাতে বিশ্ব আহমদীয়া জামা'ত মোট ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে। গত বছরের তুলনায় এই অর্থ ৫ লক্ষ পাউন্ড বেশি।

এ বছর বিশ্বের সকল জামা'তের মধ্যে মোট সংগ্রহের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাজ্য। আর পুরো তালিকা হলো, যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে- পাকিস্তান, জার্মানী, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রে লিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ২টি দেশ। (যুক্তরাজ্যের) আমীর সাহেব বলেছিলেন, ওয়াকফে জাদীদ খাতে এগিয়ে যাবেন, তিনি তার কথা রক্ষা করেছেন।

গত বছরের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে এরূপ ১০টি বড় জামা'তের মাঝে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, এরপর জার্মানী, তারপর আমেরিকা এবং এরপর অন্যান্য জামা'ত। যাহোক, এই হলো ৩টি বড় জামা'ত। ভারতও বেশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। আর কানাডা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জামা'ত, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতের স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক কুরবানীর যে বৃদ্ধি হয়েছে তা এসব দেশের তুলনায় বেশি। এদিক থেকে ভারত ৫ম স্থানে রয়েছে।

এছাড়া আফ্রিকায় মোট সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামাতগুলোর মধ্যে, ১ম স্থানে রয়েছে ঘানা। এরপর ২য় স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া, ৩য় বুরকিনা ফাসো, ৪র্থ তানজানিয়া, ৫ম বেনিন, ৬ষ্ঠ গাম্বিয়া, ৭ম কেনিয়া, ৮ম মালী, ৯ম সিয়েরালিওন এবং ১০ম কঙ্গো কিনশাসা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর মোট ১৮ লক্ষ ২১ হাজার সদস্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর এ বছর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯ (উননব্বই) হাজার। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে- ক্যামেরুন, সেনেগাল, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, ইন্দোনেশিয়া এবং এরপর অন্যান্য জামা'ত।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের দশটি শীর্ষ জামা'ত হলো, ১ম ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে- অল্ডারশট,উস্টার পার্ক, বার্মিংহাম সাউথ, মসজিদ ফযল, পাটনী, জিলিংহাম, নিউ মল্ডেন, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং হাঙ্গলো নর্থ । আর রিজিওন বা অঞ্চলের দিক থেকে শীর্ষ ৫টি রিজিওন হলো যথাক্রমে- বাইতুল ফুতুহ রিজিওন, মসজিদ ফযল রিজিওন, মিডল্যান্ডস রিজিওন, ইসলামাবাদ রিজিওন এবং বাইতুল এহসান রিজিওন। আতফাল বিভাগের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 6 Feb , 2020 Issue No.6

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ক্ষেত্রে (যুক্তরাজ্যের) শীর্ষ ১০টি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে অল্ডারশট, এরপর যথাক্রমে-রোহেম্পটন, পাটনী, ইসলামাবাদ, মিচাম পার্ক, চীম, লেমিংটন স্পা, উস্টার পার্ক, রেইন্স পার্ক এবং সার্বিটন।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে শীর্ষ ৩টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। মুদ্রামান হ্রাস পাওয়ার কারণে পাকিস্তান পেছনে চলে গেছে। গত বছরের মতো মুদ্রামানও যদি থাকত তাহলে এবার পুনরায় পাকিস্তানই সবার শীর্ষে থাকত, (এক্ষেত্রে) যুক্তরাজ্যের খুব বেশি ভূমিকা নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার অবস্থানগত দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে-ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, গুজরাঁওয়ালা, মুলতান, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, ডেরাগাজী খান, মিরপুর খাস এবং পেশাওয়ার। মোট সংগ্রহের দিক থেকে (পাকিস্তানের) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- ইসলামাবাদ শহর, টাউনশিপ লাহোর, ডিফেন্স লাহোর, দারুয্ যিকর লাহোর, গুলশানে ইকবাল করাচী, সামানাবাদ লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শহর, আযীযাবাদ করাচী, গুলশানে জামে করাচী এবং দিল্লী গেইট লাহোর।

সেখানে এখন সব দিক থেকেই খারাপ অবস্থা বিরাজমান, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানেও মানুষ অনেক কুরবানী করে থাকে। আতফাল বিভাগে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামা'ত হলো, লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়। আর জেলাপর্যায়ে অবস্থান হলো, প্রথম স্থানে রয়েছে শিয়ালকোট। এরপর যথাক্রমে-গুজরাঁওয়ালা, সারগোধা, হায়দ্রাবাদ, ডেরাগাজী খান, শেখুপুরা, মিরপুর খাস, উমরকোট, ওকাড়া এবং পেশাওয়ার।

সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ডিটসেন বাখ, গ্রসগেরাও এবং উইযবাদেন। ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে (জামানীর) শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে- নয়েস, রোয়েডার মার্ক, নিডা, মাহদিয়াবাদ, ফ্লোরেস হাইম, ফ্রেডবার্গ, বেনযহাইম, লাঙ্গন, কোবলেন্য, হ্যানাও এবং পিনেবার্গ।

আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে (জার্মানীর) ৫টি শীর্ষ রিজিওন হলো যথাক্রমে- হিসেন সাউথ ওয়েষ্ট, হিসেন সাউথ ইষ্ট, হিসেন ভিটে টাউনস, হিসেন সাউথ এবং রায়েন লেন ফলয। যাহোক, যে নামই হোক না কেন জার্মানী (জামা'ত) নিজেরাই ঠিক করে নিবেন।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার শীর্ষ ১০টি জামাত হলো যথাক্রমে- মেরিল্যান্ড, সিলিকন ভ্যালী, লস এঞ্জেলেস, হিউস্টন, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সাউথ ভার্জিনিয়া, শিকাগো এবং নর্থ ভার্জিনিয়া। সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলো হলো যথাক্রমে- ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ভ্যানকুভার এবং মিসিসাগা। আর বড় জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, এডমিন্টন ওয়েস্ট, মিল্টন ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউন্টেন, অটোয়া ইস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, এরিড্রাই, উইনিপেগ এবং এবোটস্ফোর্ড। আর আতফাল বিভাগের ক্ষেত্রে ৫টি উল্লেখযোগ্য এমারত হলো, ওয়াগন (আমার মনে হয় ভন হবে কিন্তু তারা উর্দুতে ওয়াগন করে দিয়েছে) ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ওয়েস্টার্ন এবং ব্রাম্পটন ওয়েস্ট। আতফাল বিভাগের ৫টি শীর্ষ জামা'ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, মিল্টন ওয়েস্ট, এরিড্রাই এবং হ্যামিল্টন মাউন্টেন।

ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে কেরালা, এরপর জম্মু কাশ্মীর (সেখানকার অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তারা ২য় স্থানে রয়েছে), এরপর রয়েছে যথাক্রমে- কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে-পিথাপুরাম, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কালীকাট, বেঙ্গালুর, কোয়েম্বাটুর, কলকাতা, কেরোলাই, কেরাঙ্গ এবং পেঙ্গাডি।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরভিক, মার্সডেন পার্ক, এডিলেইড সাউথ, মাউন্ট ড্রুইট, প্যানরিথ, ব্ল্যাক টাউন, ক্যানবেরা এবং পার্থ। অস্ট্রেলিয়ায় আতফালদের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে- মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, এডিলেইড সাউথ, মেলবোর্ন বেরভিক, মাউন্ট ড্রুইট, প্যানরিথ, লোগান ইস্ট, পার্থ, মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল এবং লোগান ওয়েস্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হলো, ক্যাসেলহিল, মেলবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, মেলবোর্ন বেরভিক, মাউন্ট ড্রুইট, ব্ল্যাকটাউন, এডিলেইড সাউথ, প্যানরিথ, ক্যানবেরা এবং পার্থ।

আজকাল সেখানেও (অর্থাৎ অস্ট্রে লিয়াতে) আগুন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও কৃপা করুন আর তারাও সত্যিকার অর্থে নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হোক। যাহোক, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরা সেখানে কুরবানী করছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীদের ইহজগতে ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে আর এ কারণে তাদের মুদ্রার কোন মূল্য নেই এবং এ কারণেই তাদের অবস্থানও নীচে নেমে গেছে। এরপরও তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না। অনুরূপভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়, যার প্রভাব অর্থনীতির ওপরও পড়ছে। এছাড়া এই অঞ্চলে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদ অনুসারে ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও বেশ শোচনীয় আর সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অবস্থাও এমন যে, মনে হচ্ছে তারা সবাই নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও এখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ইরান, আমেরিকা ও ইস্রায়েল এর মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর মাঝে পারস্পরিক ঐক্য নেই। অতএব বিশ্বের ধ্বংস থেকে রক্ষা এবং খোদার পানে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা করুন আর তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন।

নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে, আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কিন্তু অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। কাজেই এই বছরটি আশিসপূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা এই বছরটিকে এমনভাবে আশিসমণ্ডিত করুন যেন বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে না নিয়ে যায়, বরং বিশ্বে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী যেন হয়। নিজেদের আমিত্বের কারণে স্বদেশের স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা যেন মানবতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুবুদ্ধি দিন। মুসলিম দেশগুলো যেন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে বিশ্ব জুড়ে উড্ডীন করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয় আর বিশ্বে তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী হয়। তারা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে না যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তৌফিক দিন, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে বেশি যুগ ইমামকে মানার দায়িত্ব পালনকারী হই আর এই দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করে বিশ্বের দরবারে একত্ববাদের পতাকা উত্তোলনকারী হই আর বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হই আর এ লক্ষ্যে নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ নিয়োগকারী হই। আমরা যদি এই চেতনা না রাখি আর এই চেতনার সাথে দোয়া না করি আর নিজেদের দোয়ার মাধ্যমে নববর্ষে পদার্পণ না করে থাকি তাহলে আমাদের নববর্ষে র শুভেচ্ছা জ্ঞাপন লৌকিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছা হবে, যার কোন কল্যাণ নেই।

কাজেই নববর্ষের প্রকৃত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করছে, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ প্রত্যেক আহমদীর মাঝে এর চেতনা থাকা উচিত আর এজন্য নিজের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যবহার করা উচিত। আর নিজেদের দোয়া এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত, তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে এই বছরের প্রকৃত কল্যাণরাজি লাভ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir